Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

বর্তমান সময়ে পাড়া মহল্লায় মক্তবের প্রয়োজনীয়তা

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ঝিনুক কামাল

রোলঃ 23090120734

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

বর্তমান সময়ে পাড়া মহল্লায় মক্তবের প্রয়োজনীয়তা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ঝিনুক কামাল

রোলঃ 23090120734

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " বর্তমান সময়ে পাড়া মহল্লায় মক্তবের প্রয়োজনীয়তা " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে ঝিনুক কামাল, আইডিঃ 23090120734 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " বর্তমান সময়ে পাড়া মহল্লায় মক্তবের প্রয়োজনীয়তা " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: শারাফাত কারীম উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

ঝিনুক কামাল

(স্বাক্ষর)

ঝিনুক কামাল

আইডিঃ 23090120734

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

সূচিপত্র

মক্তব কি 5

ইসলামের প্রথম মক্তব কোনটি?.....6

দারুল আরকাম.....6

মক্তবের ইতিহাস.....8

মক্তব এর কার্যাবলী.....16

বর্তমান সময়ে পাড়া মহল্লায় মক্তবের গুরুত্ব.....20

মক্তব কি

শিক্ষাকেন্দ্র, যা সাধারণত মসজিদের সাথে যুক্ত থাকে। এখানে শিশুদের কুরআন তেলাওয়াত, আরবি ভাষা, এবং ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো শেখানো হয়। মক্তব শব্দের অর্থ 'লেখার স্থান', 'বিদ্যালয়', বা 'শিক্ষাকেন্দ্র' এবং এটি প্রাথমিক শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম ছিল।

মক্তবের মূল উদ্দেশ্য

- **ধর্মীয় শিক্ষা:** মুসলিম শিশুদের ইসলামের মৌলিক নীতি ও রীতিনীতি সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান দেওয়া।
- **কুরআন শিক্ষা:** কুরআন পড়তে ও তেলাওয়াত করতে শেখানো।
- **অন্যান্য শিক্ষা:** আরবি ভাষা, পড়া, এবং লেখার প্রাথমিক জ্ঞান দেওয়া।
- **সামাজিক শিক্ষা:** এটি শিশুদের একটি সামাজিক পরিবেশেও যুক্ত করে।

মক্তবের বৈশিষ্ট্য

- **অবস্থান:** প্রায়শই স্থানীয় মসজিদের সাথেই গড়ে তোলা হয়।
- **শিক্ষক:** প্রশিক্ষিত শিক্ষক বা ইমাম দ্বারা পরিচালিত হয়।
- **শিক্ষার্থী:** এটি মুসলিম ছেলেমেয়েদের জন্য একটি প্রাথমিক শিক্ষালয়।

মক্তব অর্থ

মক্তব, (আরবি: "বিদ্যালয়"), মুসলিম প্রাথমিক বিদ্যালয় । বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত, মক্তবে ছেলেদের কুরআন তেলাওয়াত, পড়া, লেখা এবং ব্যাকরণ শেখানো হত, যা ছিল গণশিক্ষার একমাত্র মাধ্যম ছিল।

ইসলামের প্রথম মক্তব কোনটি?

ফলে তারা মক্কার একটি পাহাড়ে নামাজ আদায়রত মুসলিমদের উপর হামলা করে। এ ঘটনার পর হজরত মুহাম্মদ (স.) তাদের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত হয়ে ধর্মীয় শিক্ষা ও নামাজ আদায়ের স্থান হিসেবে আরকাম ইবনে আবিল আরকামের বাড়িকে নির্ধারণ করেন। এটিই ইসলামের প্রথম মাদ্রাসা বা প্রথম আনুষ্ঠানিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান।

দারুল আরকাম

ইসলামের নবী হজরত মুহাম্মদ (স.)-এর প্রতিষ্ঠিত একটি গোপন ইসলামি শিক্ষা ও প্রচারকেন্দ্র। দার শব্দের অর্থ বাড়ি। আর আরকাম একজন সাহাবীর নাম। দারুল আরকাম অর্থ আরকামের বাড়ি। হজরত মুহাম্মদ (স.) নবুয়ত লাভের পর তা প্রচার শুরু করেন। তিনি কাবাকে অপ্রাতিষ্ঠানিকভাবে প্রথম শিক্ষায়তন হিসেবে ব্যবহার করেন। কিছুদিন পর মক্কার মুশরিকরা নবীর ইসলাম প্রচারের সংবাদ জানতে পারে। ফলে তারা মক্কার একটি পাহাড়ে নামাজ আদায়রত মুসলিমদের উপর হামলা করে। এ ঘটনার পর হজরত মুহাম্মদ (স.) তাদের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত হয়ে ধর্মীয় শিক্ষা ও নামাজ আদায়ের স্থান হিসেবে আরকাম ইবনে আবিল আরকামের বাড়িকে নির্ধারণ করেন। এটিই ইসলামের প্রথম মাদ্রাসা বা প্রথম আনুষ্ঠানিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। এখানে সাহাবিরা গোপনে নবীর সাথে দেখা করতেন এবং ইসলামের বিধি-বিধান সম্পর্কে জেনে নিতেন। প্রায় ৩ বছর এভাবে গোপন দাওয়াত ও ইসলামের শিক্ষাদীক্ষার কাজ অব্যাহত ছিল। ওমর বিন খাত্তাব মুসলমান হওয়ার পর প্রকাশ্যে দাওয়াতি কার্যক্রম শুরু হয়। তখন পর্যন্ত সর্বমোট ৪০জন ইসলাম গ্রহণ করেছিল।

ইতিহাসবিদ আলী সাল্লাবি দারুল আরকামকে ইসলামের কেন্দ্র হিসেবে গ্রহণ করার পাঁচটি কারণ উল্লেখ করেছেন। যথা:

- আরকাম মুসলিম হিসেবে পরিচিত ছিলেন না। তাই কারো ধারণা হতো না যে তার বাড়িতে মুহাম্মদ (সা.) ও সাহাবিরা একত্র হতে পারে।
- আরকাম ছিলেন বনু মাখজুমের সদস্য। বনু মাখজুমের সঙ্গে বনু হাশিমের দ্বন্দ্ব ছিল। ফলে তার বাড়িতে একত্র হওয়ার সংবাদ প্রকাশ পেলেও শত্রুপক্ষের বাড়িতে ইসলামবিরোধীদের হামলা করার ঝুঁকি ছিল না।

- ইসলাম গ্রহণের সময় আরকাম ইবনে আবিল আরকামের বয়স ছিল ১৬ বছর। এত অল্প বয়সের কারো বাড়িতে মুসলিমরা একত্র হবে—এমন সন্দেহ পোষণের সম্ভাবনা কম ছিল।
- আরকামের বাড়ি ছিল 'সাফা' পর্বতের কাছে অবস্থিত। যা মক্কা থেকে নিরাপদ দূরত্বে এবং সুবিধাজনক অবস্থানে ছিল। সেখানে থেকে অন্যদের গতিবিধি লক্ষ্য করা যায়।
- আরকাম ছিলেন ওহি লেখকদের অন্যতম। রাসুলুল্লাহ (সা.) তার মাধ্যমে কুরআন লিপিবদ্ধ করাতেন।

বাড়ির ইতিহাস

আব্বাসী খলিফা মানসুরের সময় ১৪০ হিজরি পর্যন্ত বাড়ীটি অবিকৃত অবস্থায় ছিল। কিন্তু এ বছরই মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে হাসান মদিনায় আব্বাসী শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। আরকামের পৌত্র আবদুল্লাহ ইবন উসমানও ছিলেন এ বিদ্রোহের একজন সমর্থক ও সহযোগী। এ কারণে খলিফা আল মানসুরের নির্দেশে মদিনার তৎকালীন ওয়ালী তাকে গ্রেফতার করেন। খলিফা মানসুর তার বিশ্বস্ত সহকারী শিহাব উদ্দিন ইবনে আবদে বরকে পাঠালেন আবদুল্লাহর নিকট এই বাড়িটি ক্রয়ের প্রস্তাব দিয়ে।

আবদুল্লাহ প্রথমত বিক্রী করতে অস্বীকার করেছিলেন; কিন্তু কয়েদ থেকে মুক্তির শর্তে এবং উচ্চ মূল্যের লোভে শেষ পর্যন্ত বিক্রী করতে সম্মত হন। আল মানসুর ১৭,০০০ দিনারের বিনিময়ে এ ঐতিহাসিক বাড়িটির মালিকানা লাভ করেন। বাড়ীটির অন্য শরীকরা প্রথমত রাজী না হলেও আস্তে আস্তে তারাও রাজী হয়ে যান। খলিফা মানুসরের পর খলিফা মাহদী এ বাড়ীটি তাঁর প্রিয়তমা দাসী খায়যুরানকে দান করেন। তিনি বাড়িটির পুরনো কাঠামো ভেঙ্গে সম্পূর্ণ নতুন অট্টালিকা তৈরী করেন এবং বাড়িটি এখন দারুল খায়জুরান নামে পরিচিত। বর্তমানে এটা কাবার বিপরীত পাশে অবস্থিত এবং একটি ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

মক্তবের ইতিহাস

এটি প্রাথমিক ইসলামী শিক্ষার কেন্দ্র ছিল, বিশেষ করে মদিনায় নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর সময়কালে, যেখানে তিনি সাহাবিদের ইসলামের শিক্ষা দিতেন। মধ্যযুগে এটি একটি সাধারণ প্রাথমিক বিদ্যালয় হিসেবে পরিচিতি লাভ করে, প্রায়শই মসজিদের সঙ্গে সংযুক্ত থাকত এবং বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত এটি গণশিক্ষার একটি প্রধান মাধ্যম ছিল। হযরত উমর (রা.)-এর শাসনামলে সর্বপ্রথম শিশুদের জন্য মক্তব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

মক্তবের ঐতিহাসিক পর্যায়

- **ইসলামের প্রাথমিক যুগ:** নবী মুহাম্মদ (সা.) তাঁর বাড়িতে (সাফা পাহাড়ের পাদদেশে) মক্তব স্থাপন করে সাহাবিদের শিক্ষা দিতেন। এই সময়ে মক্তব ছিল ইসলামী শিক্ষার প্রথম পাঠশালা।
- **খিলাফতের যুগ:** হযরত উমর (রা.)-এর শাসনামলে শিশুদের জন্য আলাদাভাবে মক্তব প্রতিষ্ঠা করা হয়, যেখানে সাত বছর বয়স থেকে তাদের কোরআন তেলাওয়াত ও নামাজের পদ্ধতি শেখানো হতো।
- **মধ্যযুগ:** মধ্যযুগে, মক্তব ছিল প্রাথমিক বিদ্যালয়, যা প্রায়ই মসজিদের সাথে সংযুক্ত থাকত। এটি উচ্চশিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসার থেকে ভিন্ন ছিল। এই সময়ে মক্তবের ব্যয়ভার মেটাতে লাখেরাজ (ভূমি) সম্পদের ব্যবস্থা করা হতো।
- **উপমহাদেশে বিস্তার:** উপমহাদেশে সিন্ধু বিজয়ের পর মুসলিম শাসকরা শিক্ষা বিস্তারের জন্য মক্তব ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন।
- **বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত:** বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত মক্তবগুলো শিশুদের কুরআন তেলাওয়াত, পড়া, লেখা, এবং ব্যাকরণ শেখানোর প্রধান মাধ্যম হিসেবে কাজ করত।

মক্তবের শিক্ষাব্যবস্থা

- **শিক্ষার বিষয়:** মক্তবে সাধারণত কুরআন পাঠ ও লেখা, আরবি ভাষার ব্যাকরণ, ইসলামের মৌলিক বিষয়, ইতিহাস এবং প্রাথমিক গণিত শেখানো হতো।
- **শিক্ষণ পদ্ধতি:** প্রথমদিকে শিশুদের কথা বলা শিখলেই তাদের 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়ানো হতো এবং সাত বছর বয়স থেকে কোরআন তেলাওয়াত ও নামাজের নিয়ম শেখানো শুরু হতো।
- **শিক্ষাগত গুরুত্ব:** মক্তবকে শিশুদের ঈমানের ভিত্তি মজবুত করার এবং নৈতিক মূল্যবোধ গঠনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে বিবেচনা করা

- অনুবাদ
- ইতিহাস
- ইসলামি শিক্ষাব্যবস্থা
- জীবনী
- নির্মল জীবন
- পূর্বসূরী
- প্রশ্নোত্তর
- বুক রিভি**মক্তব ইসলামী শিক্ষার প্রথম সোপান**

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহী ওয়া সাল্লামের সময়ে বাচ্চাদের শিক্ষার জন্য আলাদা কোনো মক্তব ছিল না । সাহাবায়ে কেরাম তাদের সন্তানদের কে ঘরেই শিক্ষা দিতেন। সাধারণত কথা বলা শিখলেই তারাবাচ্চাদের সাতবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়াতেন। সাত বছর বয়স থেকে তাদের কোরআন তিলাওয়াত ও নামাজের পদ্ধতী শিক্ষা দিতেন। হযরত উমর রা এর শাসনামলে সর্বপ্রথম বাচ্চাদের জন্য মক্তব প্রতিষ্ঠা করা হয়। তিনি এসব মক্তবে শিক্ষক নিয়োগ দেন । মদীনায় তখন তিনটি মক্তব প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রতিটি মক্তবের শিক্ষকদের মাসিক ১৫ দিরহাম ভাতা দেয়া হতো ।বিভিন্ন ঘটনাবলী দ্বারা বুঝা যায় হযরত উমরের শাসনামলে মক্তবগুলোতে শুক্রবার সাপ্তাহিক ছুটি ছিল। আইয়ুব বিন হাসান রাফেয়ী বলেন, আমরা প্রতি শুক্রবার মদীনার মক্তবের বাচ্চাদের সাথে বাইরে যেতাম। ইসলামী সাম্রাজ্যের বিস্তৃতির সাথে সাথে মুসলিমরা বিজীত অঞ্চলের শিক্ষাদীক্ষার দিকেও মনোযোগ দেন। শাম বিজয়ের পর সেখানে অনেক মক্তব প্রতিষ্ঠা করা হয়। মুসলমানদের সন্তানরা এসব মক্তবে পড়াশুনা করতো। হেমসের বিখ্যাত কবি আদহাম বিন মেহরাজ বাহেলি এমনই এক মক্তবে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন।

পুরো মুসলিম বিশ্বে মক্তব প্রতিষ্ঠার এই ধারা এতোটাই বেগবান হয় যে, বিখ্যাত পর্যটক ও ভুগোলবিদ ইবনে হাউকাল সিসিলির একটি শহরেই তিনশো মক্তব দেখেছেন। এসব মক্তবে শিশুরা আরবী ভাষার প্রাথমিক জ্ঞান ও কোরআনুল কারীমের তিলাওয়াত শিখতো । হাজ্জাজ বিন ইউসুফ প্রথম জীবনে এমনই এক মক্তবে শিক্ষকতা করেছেন। ইবনে খাল্লিকান লিখেছেন, হাজ্জাজ রুটির বিনিময়ে বাচ্চাদের পড়াতেন। জনৈক কবি তাই হাজ্জাজকে কটাক্ষ করে লিখেছিলো,

أ ينسى كليب زمان الهزال و تعليمه سورة الكوثر رغيف له فلكة ما ترى و آخر كالقمر الأزهر

কুলায়ব (কুকুর ছানা) কি ভুলে গেছে সেই কংকালসার দিনগুলোর কথা, যখন সে রুটির বিনিময়ে সুরাতুল কাউসার শিক্ষা দিত। হরেক রকমের রুটি, কোনোটা ফোলা ফোলা , কোনোটা উজ্জ্বল চাদের মতো গোল। (অনুবাদ : শায়খ আবু তাহের মিসবাহ)

যাহহাক ইবনে মুজাহিম কুফার একটি মক্তবে পড়াতেন। তার মক্তবে তিন হাজার ছাত্র পড়তো। ইয়াকুত হামাভী লিখেছেন আবুল কাসেম বলখীর মক্তবের কথা। তার মক্তবেও তিন হাজার ছাত্র ছিল। তিনি গাধায় চড়ে ছাত্রদের চারপাশে চক্কর দিতেন এবং তাদের দেখাশোনা করতেন। তিউনিসিয়া ও মরক্কোতে প্রচুর মক্তব গড়ে উঠে। কিছু কিছু মক্তব ছিল শুধু সুলতান ও আমিরদের সন্তানদের জন্য। সাধারনত প্রাসাদের এক কক্ষ এসব মক্তবের জন্য নির্ধারিত ছিল। আবু ইসহাক ইবরাহিম বিন আহমদ বিন আলী (মৃত্যু ৩৯৯ হিজরী) ছিলেন কাইরাওয়ানের বিখ্যাত আলেম। তিনি নিজের গ্রামের মক্তবে শিশুদের পড়াতেন।

এসব মক্তবে কখনো কখনো একের অধিক শিক্ষক থাকতো। সিসিলির মক্তবগুলোতে কমপক্ষে পাচজন শিক্ষক থাকতো। একজন থাকতেন প্রধান। তিনি সব দেখভাল করতেন।একারনে সিসিলিতে প্রচুর মক্তব শিক্ষক ছিলেন। ইয়াকুত হামাভী লিখেছেন শুধু পালের্মো শহরেই ৩০০ মক্তব শিক্ষক ছিলেন।

মুসলিম বিশ্বের খ্যাতনামা আলেম ও ফকীহরা তাদের বাল্যকালে এসব মক্তবেই প্রাথমিক শিক্ষা নিয়েছেন। ইমাম শাফেয়ী নিজের বাল্যকালের কথা বলেছেন, ‘আমি ছিলাম এতীম। আমার মা আমাকে মক্তবে ভর্তি করেন। কোরআনুল কারীম খতম করার পর আমি মসজিদে প্রবেশ করি এবং উলামায়ে কেরামের মজলিসে বসি। ইবনে আব্দুল বার ‘জামেউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাদলিহি’তে এই বর্ননা এনেছেন। আবু মুসলিম খুরাসানিও তার বাল্যকালে এমন এক মক্তবে পড়াশুনা করেছেন বলে ইবনে খাল্লিকান উল্লেখ করেছেন। অভিবাবকরা চাইতেন সন্তানদের প্রসিদ্ধ ও স্বনামধন্য শিক্ষকের কাছে পাঠাতে। সেকালের এমনই এক প্রসিদ্ধ শিক্ষক মুসলিম বিন হুসাইন বিন হাসান আবুল গানায়েম (মৃত্যু ৫৪৪ হিজরী)। ইবনে আসাকির তার প্রসিদ্ধির কথা উল্লেখ করেছেন। সাধারণ জনগন মক্তবের শিক্ষকদের সম্মান করতো। এমনকি খলীফা ও আমীররাও মক্তবের শিক্ষকদের সম্মান করতেন। খলীফা হারুনুর রশীদ তার দুই সন্তান মামুন ও আমিনের জন্য মালেক ইবনে আনাস রহিমাহুল্লাহকে গৃহশিক্ষক নিয়োগ দিতে চেয়েছিলেন। ইমাম মালেক তা প্রত্যাখ্যান করে বলেছিলেন, ইলমের কাছে আসতে হয়। ইলম কারো কাছে যায় না। শেষে খলীফা তার দুই সন্তানকে ইমাম মালেকের কাছে পাঠাতে সম্মত হন। ইমাম মালেক শর্ত দেন, তারা সবার চোখের আড়ালে মজলিসের একেবারে শেষ প্রান্তে বসবে। খলীফা এই শর্ত মেনে নেন। মেহরাজ বিন খালাফ তিউনেসিয়ার একটি মক্তবে পড়াতেন। পরে তিনি প্রসিদ্ধি অর্জন করেন।

মক্তবে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে মহিলারাও পিছিয়ে ছিলেন না । তারাও সকাল বেলা বাচ্চাদেরকে পড়াতেন। তাবেয়ী আবদু রব্বিহী ইবনে সুলাইমান জানিয়েছেন উম্মে দারদা

কাঠের ফলকে বিভিন্ন প্রজ্ঞামূলক বাক্য লিখে তাকে শিক্ষা দিতেন। এর মধ্যে একটি ছিল ‘বাল্যকালে প্রজ্ঞা শিখ, পরবর্তী জীবনে সে অনুযায়ী কাজ করবে’।

এ সকল মক্তবের পাঠ্যক্রমও ছিল বৈচিত্র্যময়। এসব মক্তবে শেখানো হতো কুরআনুল কারিমের তিলাওয়াত ও হস্তলিপি। পড়ানো হতো প্রয়োজনীয় মাসআলা -মাসায়েল, কবিতা ও আরবী ব্যকরণ। প্রাথমিক হিসাব নিকাশও ছিল পাঠ্য এমনকি ছাত্ররা পড়তো ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনাবলীও। আলকামা বিন আবি আলকামার মকতবে আরবী ভাষা, ব্যকরন ও ছন্দ পড়ানো হতো। সাধারণত পাচ ছয় বছর বয়সী বাচ্চারাই এসব মক্তবে পড়তো । এই বয়সেই বাচ্চারা কুর আন হিফজ শুরু করত।এসব মক্তব শিক্ষকদের অনেকেই নিজের জীবনে উন্নতি করেছেন পরে। শুরুতে বলা হয়েছে হাজ্জাজ বিন ইউসুফের কথা । শুরুর দিকে ছিলেন মকতবের শিক্ষক। পরে আব্দুল মালেক ইবনে মারওয়ানের শাসনামলে তিনি ইরাকের গভর্ণর হন। এমনই আরেকজন হলেন ইসমাঈল বিন আব্দুল হামিদ । জীবনের শুরুর ভাগে মক্তবের শিক্ষক ছিলেন। পরে অবস্থার পরিবর্তন হলে মারওয়ান বিন মুহাম্মদের শাসনামলে তিনি মন্ত্রী হন।

সাধারণত শিক্ষকরা ছাত্রদের থেকে বিনিময় গ্রহণ করতেন। তবে যাহহাক বিন মুজাহিম ও আব্দুল্লাহ বিন হারিস সম্পর্কে ইবনে কুতাইবা লিখেছেন তারা শিক্ষাদানের বিনিময় গ্রহণ করতেন না । এখানে বিস্ময়কর এক শিক্ষকের কথা বলা যেতে পারে। আবু আবদুল্লাহ তাউদি (মৃত্যু ৫৮০ হিজরী)। তিনি মরক্কোর ফাস শহরে মক্তবে পড়াতেন। তার নিয়ম ছিল ধনী ব্যক্তিদের সন্তান পড়িয়ে বিনিময় গ্রহণ করতেন এবং সেই অর্থ দরিদ্র ছাত্রদের হাতে তুলে দিতেন।

ইবনে যুবাইর আন্দালুসী ও ইবনে বতুতার সফরনামায় এসব মক্তবের বিবরণ পাওয়া যায়। ইবনে বতুতা দামেশকের উমাভী মসজীদের মক্তবের বর্ননা দিয়েছেন এভাবে,

‘একদল শিক্ষক কোরআনুল কারীমের পাঠদানে ব্যস্ত। তারা বসেছেন মসজিদের পিলারে হেলান দিয়ে। তারা কাঠের ফলকে লিখে নয়, বরং মুখে উচ্চারণ করে করে পড়ান। এছাড়া আছেন হস্তলিপির শিক্ষক। তারা বিভিন্ন কবিতার পংক্তি লিখে ছাত্রদের হস্তলিপিতে পারদর্শী করে তোলেন।’

এসব মক্তবের শাসনপদ্ধতীর দিকেও উলামায়ে কেরামের সতর্ক নজর ছিল। আহমদ ইবনে হাম্বলকে প্রশ্ন করা হয়েছিল বাচ্চাদের প্রহার করা যাবে কিনা? তিনি বলেছিলেন, করা যাবে, অপরাধ অনুসারে তবে ভালোমন্দের পার্থক্য করতে অক্ষম এমন শিশুদের প্রহার করা যাবে না। এসব মক্তবের শিক্ষকরা সমসাময়িক সামাজিক জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিলেন। মিসরের অধিপতি আহমদ ইবনে তুলুন যখন অসুস্থ হন, ২৭০ হিজরীতে, তখন তার সুস্থতার জন্য বিভিন্ন মক্তবে দোয়া করা হয়।

বাংলায় সুলতানী আমল ও মুঘল আমলে প্রচুর মক্তব প্রতিষ্ঠা করা হয়। সাধারনত এসব মক্তবের ব্যয়ভার রাষ্ট্র কিংবা অবস্থাপন্ন ব্যক্তিদের জমিদান ইত্যাদী থেকে করা হতো। প্রতিটি মসজিদে মক্তব ছিল। এমনকি ধনী ব্যক্তিদের বাড়ির সামনেও মক্তব থাকতো। হিন্দু কবি মুকুন্দরামের উক্তি থেকে জানা যায়, হিন্দু অধ্যুষিত এলাকায় গড়ে উঠা ক্ষুদ্র মুসলমান পল্লীতেও মক্তব ছিল। সাধারনত পাচ বছর বয়সে শিশুদের শিক্ষা শুরু হত। বাংলাসহ সমগ্র ভারতে একটা সাধারন রীতি ছিল চার বছর চার মাস চার দিন বয়সে শিশুদের শিক্ষা শুরু করা হত। শিশুদের শিক্ষা শুরুর দিনে একটি অনুষ্ঠান আয়োজন করা হত। পূর্ব থেকে নির্ধারিত সময়ে শিশু তার শিক্ষকের সামনে বসতো। শিক্ষক কোরআন শরীফ থেকে একটি আয়াত তিলাওয়াত করতেন, শিশু তা পুনরাবৃত্তি করতো।অনুষ্ঠানের দাওয়াত পত্র লেখা হতো ফারসীতে। এই অনুষ্ঠানকে বিসমিল্লাহ-খানি বলা হত। এসব মকতবে বালক-বালিকা একসাথেই পড়ত। মধ্যযুগের বিখ্যাত কবি দৌলত উযির বাহরাম খানের লাইলি মজনু কাব্য থেকে জানা যায়, বাল্যকালে লাইলি ও মজনু একই মক্তবে পড়ত।

ধর্মীয় শিক্ষাদানই ছিল মক্তবের প্রধান উদ্দেশ্য। কবি বিপ্রদাস লিখেছেন, মক্তবে মুসলমান ছেলেমেয়েদের অযু করা ও নামাজ পড়া শেখানো হতো। ধর্মীয় বিষয় ছাড়াও মক্তবে আরবী, ফার্সী ও বাংলা পড়ানো হতো। ‘শমসের গাজীর পুথি’ থেকে জানা যায় , শমসের গাজী একটি মক্তব প্রতিষ্ঠা করেন। সেই মক্তবের জন্য ঢাকা থেকে একজন মুন্সী (ফার্সি শিক্ষক), হিন্দুস্তান থেকে একজন মৌলবী (আরবী শিক্ষক) এবং জুগদিয়া থেকে একজন পন্ডীত (বাংলা শিক্ষক) নিয়োগ দেন।

সেকালে ফার্সী ছিল রাজভাষা । ফলে হিন্দু বালকরা , বিশেষ করে কায়স্থ পরিবারের ছেলেরা প্রায়ই মক্তবের মৌলভীর কাছে শিক্ষাগ্রহণ করতো। বিদ্যাসুন্দরের লেখক রামপ্রসাদ সেনকে তার পিতা একজন মৌলভীর নিকট প্রেরণ করেন এবং তিনি ফার্সী ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেন। রাজা রামমোহন রায়ও বাল্যকালে মক্তবে ফার্সী শিখেছেন।

তথ্যসূত্র :

১। দুহাল ইসলাম — ড. আহমদ আমীন

২। মাজা কদ্দামাল মুসলিমুনা লিল আলম — ড. রাগেব সারজানি

৩। আল হায়াতুল ইলমিয়্যা ফি ইফ্রিকিয়া — ড. ইউসুফ বিন আহমাদ হাওয়ালাহ

৪। আল হায়াতুল ইলমিয়া ফি সকিলাতিল ইসলামিয়া — ড আলী বিন মুহাম্মদ বিন সাঈদ যাহরানি

৫। খাইরুল কুরুন কী দরসগাহে — কাজী আতহার মোবারকপুরী

৬। হিন্দুয়ো কি ইলমি ও তালিমি তরক্কি মে মুসলমান হুকুমরানো কি কোশিশে — সাইয়েদ সুলাইমান নদভী।

৭। বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস — ড. এম এ রহিম
৮। সুলতানি আমলে বাংলাদেশে মাদরাসা

মক্তব : শিক্ষা ও সভ্যতার ঐতিহ্য

অতীতের মক্তবগুলো

মক্তব শিক্ষার ইতিহাস তালাশ করলে আমরা দেখি, প্রাচীন আরবে সভ্যতা বিস্তারের প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্রগুলোকে মক্তব বলা হতো। হজরত ওমর (রা.)-এর শাসনামলে সর্বপ্রথম বাচ্চাদের জন্য মক্তব প্রতিষ্ঠা করা হয়। মদিনায় তখন তিনটি মক্তব প্রতিষ্ঠা করা হয়। ইসলামি সাম্রাজ্য বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে মুসলিমরা বিজিত অঞ্চলে শিক্ষাদীক্ষার প্রতিও মনোযোগ দেন। শাম বিজয়ের পর সেখানে অনেক মক্তব প্রতিষ্ঠা করা হয়।

শীতের নরম সকাল। ঘন কুয়াশায় ঢাকা পড়েছে সবুজ প্রকৃতি। মুসল্লিরা ফজরের নামাজ পড়ে চাদর জড়িয়ে ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে বাড়ি ফিরছেন। অনেকে আরামে ঘুমিয়ে আছেন কম্বল মুড়িয়ে। বাতাসে ভাসছে খেজুর রসের মিষ্টি গন্ধ। মসজিদের মাইকে ঘোষণা হলো 'শান্তিরহাট জামে মসজিদ মক্তবের ছাত্রছাত্রীরা, তোমাদের পড়ার সময় হয়েছে। কায়দা-আমপারা নিয়ে সবাই মক্তবে চলে এসো।'

শুধু শান্তিরহাটে নয়, শীত, গ্রীষ্ম কিংবা বর্ষার ভোরে মসজিদের মাইকে এমন ঘোষণা আমি শুনেছি বাংলার নানা প্রান্তে। হেমন্তের মুন্সীগঞ্জে পদ্মার পাড়ে, বর্ষায় রাঙ্গামাটিতে পাহাড়ের খাঁজে, গ্রীষ্মে যশোরের বাঁওড় পাড়ে, শ্রাবণে লালমনিরহাটের অজপাড়াগাঁয়ে মসজিদের মাইকের আহ্বানে বুকে কায়দা চেপে ঘুমভাঙা চোখ কচলাতে কচলাতে মক্তবে যেতে দেখেছি ছোট ছোট শিশুদের।

আমাদের বাবা-দাদারা যখন ছোট ছিলেন, তারাও শিশুশিক্ষা নিয়েছেন মসজিদভিত্তিক মক্তব থেকে। ভোর হলেই বুকে কায়দা চেপে মক্তবে ছুটে যাওয়ার গল্প শুনি তাদের মুখে। তাদের বাবা-দাদারাও নাকি এমন মক্তবেই পড়েছেন। যখন এ অঞ্চলের মানুষ শিক্ষার খবর জানত না, তখনও মক্তব ছিল। মসজিদের দরিদ্র মুয়াজ্জিন কিংবা বৃদ্ধ ইমাম কখনও কমিটির উদ্যোগে, কখনও নিজের আগ্রহে মক্তব শিক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে বাংলার নিরক্ষরতার হার হ্রাস করে আসছেন।

বঙ্গের ভাগ্যে যখন দারিদ্র্যের অভিশাপ চিরন্তন, মানুষ দুই মুঠো খাবার জোগানোর সন্ধানে মরিয়া, বিস্তার লাভ করেছে শিশুশ্রম, তখন বাংলার ঐতিহ্যের অবৈতনিক মক্তব শিশুদের শিক্ষার আলো দিয়েছে এবং দিয়ে যাচ্ছে কালের বহমান গতিতে। সমাজের বঞ্চিত শিশুদের নিয়ে শিক্ষা ও সভ্যতাবিষয়ক নিঃস্বার্থ কাজ করা মানবাধিকার সংগঠনটির নাম মক্তব।

শিশুশিক্ষার ব্যাপারে হজরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, রাসুল (সা.) বলেন, শিশুর মুখে যখন কথা ফুটতে শুরু করবে, তখন প্রথমে তাকে কালেমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ শেখাবে, আর মৃত্যুকালেও লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর তালকিন দেবে। কারণ, যার প্রথম বাক্য এবং শেষ বাক্য (মৃত্যুকালে কালেমার ওপর বিশ্বাস অবস্থা) হবে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, সে যদি হাজার বছরও বেঁচে থাকে, তবে তাকে কোনো গোনাহ ও পাপের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না।

মক্তব শিক্ষার ইতিহাস তালাশ করলে আমরা দেখি, প্রাচীন আরবে সভ্যতা বিস্তারের প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্রগুলোকে মক্তব বলা হতো। হজরত ওমর (রা.) এর শাসনামলে সর্বপ্রথম বাচ্চাদের জন্য মক্তব প্রতিষ্ঠা করা হয়। মদিনায় তখন তিনটি মক্তব প্রতিষ্ঠা করা হয়। ইসলামি সাম্রাজ্য বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে মুসলিমরা বিজিত অঞ্চলে শিক্ষাদীক্ষার প্রতিও মনোযোগ দেন। শাম বিজয়ের পর সেখানে অনেক মক্তব প্রতিষ্ঠা করা হয়। ইতিহাসে বিখ্যাত ব্যক্তিদের অনেকেই এ মক্তবগুলোতে শিক্ষকতা করেছেন।

বিখ্যাত শাসক হাজ্জাজ বিন ইউসুফও প্রথম জীবনে এমনই এক মক্তবে শিক্ষকতা করেছেন। কুফায় ইবনে মুজাহিমের মক্তবে তিন হাজার ছাত্র পড়ত। আবুল কাসেম বলখির মক্তবেও তিন হাজার ছাত্র ছিল। তিনি গাধায় চড়ে ছাত্রদের চারপাশে চক্কর দিতেন এবং তাদের দেখাশোনা করতেন। প্রাচীন বিশ্বে শিক্ষিতের হার বৃদ্ধিতে মৌলিক ভূমিকা রাখে মক্তব শিক্ষা। প্রাচীন এথেন্সের তুলনায় মধ্যযুগের মক্তব শিক্ষার মাধ্যমে স্বাক্ষরতার হার উন্নীত হয়েছিল অনেক। তার পর শিক্ষাস্রোতের গতিবেগ প্রবলের ভূমিকায় উসমানি সাম্রাজ্যের মক্তব শিক্ষাব্যবস্থার স্থান অগ্রগণ্য।

আমাদের উপমহাদেশে সুলতানি ও মুঘল আমলে মক্তব শিক্ষার ভূমি ও খরচ বাবদ ‘মদদই মাশ’ নামে একটি ব্যবস্থা পরিচিত ছিল। সর্ববিদ্যায় পারদর্শী খ্যাত ১১ শতকের মুসলিম দার্শনিক ও চিকিৎসক আবু আলী হোসাইন ইবনে সিনা মক্তব শিক্ষার দুটি স্তরের বিন্যাস দিয়েছেন। একটি প্রাথমিক শিক্ষা, দ্বিতীয়টি মাধ্যমিক। প্রাথমিক শিক্ষা শিশুর ৬ বছর বয়স থেকে ১৪ বছর পর্যন্ত। এ স্তরে শিশুকে কোরআন, ইসলামি অধিবিদ্যা, ভাষা ও সাহিত্য, ইসলামি নীতিবিদ্যা, বিভিন্ন ব্যবহারিক জ্ঞান প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হবে। তারপর দ্বিতীয় স্তরে অর্থাৎ মাধ্যমিক শিক্ষায় শিশুকে উন্মুক্ত শিক্ষার সুযোগ ও ব্যবস্থা করা উচিত বলে তিনি মনে করতেন। এ সময় একজন শিক্ষার্থী তার পছন্দের বিষয় বেছে নিয়ে পাঠে মনোনিবেশ করার পক্ষে লিখেছিলেন ইবনে সিনা।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মক্তব শিক্ষার ধারণা ও পদ্ধতিতেও পরিবর্তন এসেছে। আমাদের উপমহাদেশে বর্তমানে মক্তব শিক্ষার পাশাপাশি পবিত্র কোরআন হিফজ করার প্রতিও গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। ইংরেজ আমলে যখন এ অঞ্চলে ‘দরসে নেজামি’ নামের শিক্ষা পদ্ধতি

চালু হয় এবং ধীরে ধীরে বিস্তার লাভ করতে থাকে, মক্তব শিক্ষাও সঙ্গে সঙ্গে ধারাবাহিকতায় অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

মক্তবে শিশুদের কী শেখানো হবে? এ বিষয়ে হজরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) বলেছেন, তোমরা নিজ নিজ সন্তানদের তিনটি স্বভাবের অনুসারী করে গড়ে তোলো।

১. তাদের নবী (সা.) এর প্রতি ভালোবাসা শিক্ষা দাও।

২. নবী (সা.) এর বংশধরদের প্রতি ভালোবাসা শিক্ষা দাও।

৩. তাদের মধ্যে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের অভ্যাস গড়ে তোলো। কারণ, পবিত্র কোরআনের ধারক ও বাহকরাই সেদিন আম্বিয়া কেরাম এবং সাধু-সজ্জনদের সঙ্গে আরশের ছায়ায় অবস্থান করবে, যেদিন আরশের ছায়া ছাড়া আর কোনো ছায়া থাকবে না। (তিবরানি)।

আমাদের দেশে এখনকার মক্তবে কোরআন শরিফ পড়তে শেখানো হয়, পাশাপাশি গুরুত্ব দেওয়া হয় উচ্চারণ শুদ্ধ হওয়ার প্রতি। এ ছাড়াও নিত্যপ্রয়োজনীয় আমল যেমন নামাজ শিক্ষা, মাসনুন দোয়া মুখস্থকরণ ও চল্লিশ হাদিস মুখস্থকরণ প্রভৃতি শিক্ষার পাশাপাশি আরবি ও মাতৃভাষায় হাতের লেখার প্রতি মনোযোগ দেওয়া হয়। নীতিজ্ঞান, আদব ও ভদ্রতা শিক্ষা মক্তব পদ্ধতির বিশেষ ভূষণ। রাসুল (সা.) বলেন, কোনো বাবা তার সন্তানকে এর থেকে উত্তম উপঢৌকন প্রদান করতে পারেন না, তিনি তাকে যে উত্তম শিক্ষা প্রদান করেন। (তিরমিজি)।

সারাদেশে শুধু ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ইসলামিক মিশন বিভাগের মাধ্যমে ৪০টি মিশন কেন্দ্রের তত্ত্বাবধানে ৩৮০টি মক্তব শিক্ষাকেন্দ্র চালু আছে। এ মক্তব শিক্ষাকেন্দ্রে গড়ে ছাত্রছাত্রী উপস্থিতি প্রায় ১২০ জন। এছাড়াও সারা দেশে বিভিন্ন মাদ্রাসাভিত্তিক মক্তব, মসজিদভিত্তিক মক্তব ও শিক্ষক বৃত্তায়ন মক্তবের সংখ্যা অফুরন্ত।

আমাদের ঐতিহ্য রক্ষা ও সভ্যতা বিস্তারের মক্তব শিক্ষা কেমন চলছে জানতে চাইলে নোয়াখালীর সোনাইমুড়ী থানার ওয়াসেকপুর শান্তিরহাট মসজিদভিত্তিক মক্তবের প্রবীণ শিক্ষক মৌলভি দেলোয়ার হুসাইন বলেন, ‘এ শিক্ষা আগের মতো প্রাণবন্ত নেই। আগে শিশু-কিশোররা ফজরের পরেই কায়দা নিয়ে মক্তবে হাজির হতো, এখন ওই সময় তাদের হাজিরা দিতে হয় কিন্ডারগার্টেনে।

শহর কিংবা গ্রাম পুরো দেশের এখন এই চিত্র। এ সমস্যা মোকাবিলায় বিভিন্ন জায়গায় ‘বৈকালিক মক্তব’ নাম দিয়ে সকালে পড়তে না পারা শিশুদের পড়ানো হয়। এতে তাদের খেলাধুলা ও শরীরচর্চায় ব্যাঘাত ঘটে। আমরা সরকারের কাছে আবেদন জানাই আন-রেজিস্টার্ড এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে একটি রুটিনের আওতায় আনা হোক। মক্তব শিক্ষার ঐতিহ্য রক্ষায় আমরা সরকারের পদক্ষেপ জরুরি

মক্তব এর কার্যাবলী

মক্তবের প্রধান কাজ হলো শিশুদের প্রাথমিক ইসলামী শিক্ষা দেওয়া। এর মধ্যে রয়েছে কুরআন তিলাওয়াত, নামাজের নিয়ম শেখা, ইসলামের মৌলিক বিধি-বিধান এবং নৈতিক মূল্যবোধ গড়ে তোলা। মক্তবে আরবি পড়া, লেখা ও ব্যাকরণও শেখানো হয়, যা একসময় গণশিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম ছিল।

মক্তবের কার্যাবলী:

- **কুরআন শিক্ষা:** কুরআন তিলাওয়াত শেখানো মক্তবের অন্যতম প্রধান কাজ।
- **নামাজের নিয়ম:** শিশুদের নামাজের পদ্ধতি শেখানো হয়।
- **মৌলিক ইসলামী জ্ঞান:** ইসলামের প্রাথমিক ও মৌলিক বিষয়গুলো শেখানো হয়।
- **নৈতিক ও মূল্যবোধ শিক্ষা:** শিশুদের মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধের ভিত্তি মজবুত করা হয়।
- **লেখা ও পড়া:** বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত মক্তবে ছেলেমেয়েদের পড়া, লেখা এবং ব্যাকরণ শেখানো হতো।
- **কালিমা শিক্ষা:** ছোটবেলা থেকেই শিশুদের কালেমা শেখানোর ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

মক্তব কিভাবে চালাতে হয়

মক্তব পরিচালনার সম্ভাবনা যে কারোরই আছে। তবে তা অবশ্যই ইখলাস (আন্তরিকতা) এবং তালীমের (শিক্ষার) সঠিক নীতি অনুসরণ করে করতে হবে । প্রত্যেক ব্যক্তিরই তার এলাকায় একটি মক্তব প্রতিষ্ঠা এবং পরিচালনা করার সংকল্প করা উচিত। প্রতিটি মসজিদের একটি মক্তব থাকা উচিত।

মক্তবে পড়ানোর নিয়ম

সিপারা, এবং সবশেষে শুদ্ধভাবে কোরআন তেলাওয়াত শেখানো। এছাড়া, মাসনুন দোয়া, নামাজ পড়ার নিয়ম ও দোয়া-দরূদ মুখস্থ করানো এবং ছোট ছোট হাদিস শেখানোও এর অন্তর্ভুক্ত।

মক্তব পড়ানোর নিয়মকানুন

প্রথাগত শিক্ষার পরিপূরক:

মক্তব শিক্ষার মাধ্যমে শিশুরা প্রাথমিক ধর্মীয় শিক্ষা লাভ করে, যা তাদের সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ভিত্তি গড়ে তুলতে সহায়ক।

পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা:

মক্তবে শিশুদেরকে পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা, হালাল ও হারাম সম্পর্কে প্রয়োজনীয় প্রাথমিক জ্ঞান প্রদান করা হয়।
মানসিক বিকাশে সহায়তা: শিশুদের মানসিক বিকাশে মক্তব একটি ইতিবাচক ভূমিকা রাখে

ধর্মীয় শিক্ষা ও অনুশীলন:

ওজু, গোসল, তায়াম্মুম ইত্যাদি পবিত্রতা বিষয়ক নিয়মগুলো শেখানো হয়।
নামাজ পড়ার পদ্ধতি ও প্রয়োজনীয় দোয়া-দরূদ মুখস্থ করানো হয়।
কোরআনের কিছু সূরা ও ছোট ছোট হাদিস সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা দেওয়া হয়।
ইসলামের মৌলিক আদব-কায়দা ও মূল্যবোধ সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া হয়।

পদ্ধতি ও পরিবেশ:

সাধারণত শিক্ষক বা ইমাম-মোয়াজ্জেনরা এই শিক্ষা দিয়ে থাকেন।
শিক্ষা পদ্ধতিটি সাধারণত শ্রেণিকক্ষে বা একটি নির্দিষ্ট স্থানে (যেমন: মসজিদের বারান্দা, বাড়ির আঙিনা, বা একটি ছোট স্কুল) পরিচালিত হয়।

এই পদ্ধতিতে শিশুরা ছোটবেলা থেকেই ধর্মীয় শিক্ষার ভিত্তি লাভ করে।
মক্তব চালু করার জন্য কিছু শর্ত
একটি মক্তব চালু করার জন্য কিছু নির্দিষ্ট শর্ত পূরণ করতে হয়, যা স্থানীয় প্রেক্ষাপট ও নিয়মের উপর নির্ভর করে।
সাধারণত, বস্তিবাসী এবং এলাকার অন্যান্য বিষয়গুলো বিবেচনা করে মক্তব চালুর বিষয়টি নির্ধারিত হয়।

কারণ এটি মুসলিম শিশুদের ইসলাম ধর্মের প্রাথমিক ও মৌলিক শিক্ষা প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এর মাধ্যমে শিশুরা কুরআন তেলাওয়াত, নামাজের নিয়মাবলি, এবং পবিত্রতা,

হালাল-হারাম সম্পর্কিত প্রাথমিক জ্ঞান লাভ করে, যা তাদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশে সহায়ক। এটি কেবল ধর্মীয় শিক্ষাই দেয় না, বরং আরবি, ফার্সি এবং বাংলা ভাষা শিক্ষারও একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম ছিল।

মক্তব ও মাদ্রাসা প্রধান পার্থক্য হলো এদের উদ্দেশ্য এবং শিক্ষার স্তর।

মক্তব হলো প্রাথমিক বা প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, যা সাধারণত শিশুদের কোরআন তেলাওয়াত, আরবি ভাষা ও প্রাথমিক ইসলামি শিক্ষা দেয় এবং প্রায়শই মসজিদের সাথে সংযুক্ত থাকে। অন্যদিকে, মাদ্রাসা হলো একটি উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠান, যা মাধ্যমিক বা তার চেয়েও উপরের স্তরের শিক্ষা প্রদান করে, যেখানে আরবি ভাষা, ইসলামিক আইন এবং অন্যান্য বিষয়সহ গভীর ধর্মীয় ও আধুনিক শিক্ষা দেওয়া হয়।

মক্তব ও মাদ্রাসা এর মধ্যে পার্থক্য

বৈশিষ্ট্য	**মক্তব**	**মাদ্রাসা**
শিক্ষার স্তর	প্রাথমিক বা মৌলিক স্তর	মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা
মূল উদ্দেশ্য	শিশুদের কোরআন তেলাওয়াত, আরবি ভাষা ও প্রাথমিক ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া	আরবি ভাষা, ইসলামিক আইন, এবং অন্যান্য আধুনিক ও ধর্মীয় বিষয়ে গভীর জ্ঞান অর্জন করানো
সম্পৃক্ততা	সাধারণত স্থানীয় মসজিদ বা ধর্মীয় কেন্দ্রের সাথে সংযুক্ত থাকে	এটি একটি স্বতন্ত্র শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, যা মক্তবের চেয়ে বড় এবং সংগঠিত
পাঠ্যক্রম	সহজ ও মৌলিক পাঠ্যক্রম, যেমন কোরআন ও আরবি বর্ণমালা	বিস্তৃত ও গভীর পাঠ্যক্রম, যেখানে সাধারণ ও ইসলামী উভয় বিষয়ের সমন্বয় থাকে
ঐতিহ্য	মুসলমানদের প্রাচীনতম শিক্ষাকেন্দ্রগুলোর একটি	একটি সমৃদ্ধ ইতিহাস সহ উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠান

এবং সাধারণ শিক্ষার ভিত্তি স্থাপন করা। এটি শিশুদের কোরআন তেলাওয়াত, আরবি ভাষা, ইবাদত-বন্দেগি, নামাজ, রোজাসহ ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো শেখাত এবং নৈতিক মূল্যবোধ তৈরিতে সাহায্য করত। মক্তব মূলত গণশিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম ছিল, যা স্বাক্ষরতার হার বৃদ্ধিতে অবদান রেখেছিল এবং অনেক ক্ষেত্রে তা প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত্তি হিসেবে কাজ করত।

মক্তবের প্রধান ভূমিকা

- **প্রাথমিক ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা:** মক্তব ছিল শিশুদের জন্য ইসলামের মৌলিক শিক্ষা, যেমন কোরআন তেলাওয়াত ও হাদিস শেখার প্রাথমিক স্থান। এটি তাদের মধ্যে ধর্মীয় মূল্যবোধ গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত।
- **সাধারণ সাক্ষরতা:** মক্তবে কোরআন শিক্ষার পাশাপাশি অক্ষর জ্ঞান, শুদ্ধ উচ্চারণ এবং প্রাথমিক পড়া ও লেখার প্রশিক্ষণও দেওয়া হতো। এর মাধ্যমে এটি সাধারণ গণশিক্ষার একটি প্রধান মাধ্যম হিসেবে কাজ করত।
- **ব্যবহারিক জীবনের প্রস্তুতি:** মক্তবে শেখানো ইবাদত-বন্দেগি, অজু, গোসল, নামাজ এবং রোজার মতো বিষয়গুলো শিশুদের ব্যবহারিক জীবনে ইসলামের অনুশীলন করতে সাহায্য করত।
- **শিক্ষার ধারাবাহিকতা:** মক্তব ব্যবস্থা ধর্মীয় শিক্ষার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে সাহায্য করত এবং পরবর্তীতে উচ্চতর শিক্ষার জন্য (যেমন মাদ্রাসা) ভিত্তি তৈরি করত।
- **সামাজিক ভূমিকা:** মক্তবগুলো প্রায়শই স্থানীয় মসজিদ বা ধর্মীয় কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত থাকত এবং একটি সামাজিক কেন্দ্র হিসেবেও কাজ করত, যেখানে শুধু শিক্ষাই নয়, সামাজিক এবং নৈতিক মূল্যবোধেরও বিকাশ ঘটত।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

- ৭১১ সালে মুহাম্মদ বিন কাসিম সিন্ধু বিজয়ের পর থেকে উপমহাদেশে মক্তব ও মাদ্রাসা শিক্ষার প্রচলন শুরু হয়।
- সুলতানি ও মুঘল আমলে মক্তব শিক্ষার জন্য মদদই মাশ নামে একটি বিশেষ ব্যবস্থা চালু ছিল, যা এই শিক্ষাব্যবস্থার।

বর্তমান সময়ে পাড়া মহল্লায় মক্তবের গুরুত্ব

বর্তমানেও এলাকার মক্তবের গুরুত্ব অপরিসীম, কারণ এটি শিশুদের নৈতিক ও ধর্মীয় ভিত্তি তৈরিতে সাহায্য করে এবং আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার পাশাপাশি ইসলামি মূল্যবোধ শেখায়। মক্তব কুরআন তিলাওয়াত, নামাজ, অজু, গোসল এবং ইসলামিক আদব-কায়দা শেখানোর পাশাপাশি সামাজিক শিষ্টাচার, ভদ্রতা ও শ্রদ্ধা শেখানোর একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে।

মক্তবের গুরুত্ব

- **ধর্মীয় শিক্ষার ভিত্তি:** মক্তব শিশুদের ইসলাম ও কুরআনের প্রাথমিক শিক্ষা দেয়, যা তাদের ধর্মীয় জীবনযাপনের জন্য অপরিহার্য।
- **নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ:** এখানে আদব-কায়দা, শিষ্টাচার, বড়দের শ্রদ্ধা ও ছোটদের স্নেহ করার মতো মূল্যবোধগুলো শেখানো হয়, যা একটি সুস্থ সমাজ গঠনে সহায়ক।
- **সমন্বিত শিক্ষা:** মক্তবে ধর্মীয় শিক্ষা এবং ব্যবহারিক জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা একইসাথে প্রদান করা হয়।
- **সামাজিক অবক্ষয় রোধ:** মক্তবের অনুপস্থিতিতে অনেক শিশু ধর্মীয় জ্ঞান থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, যা সমাজের নৈতিক অবক্ষয় ঘটাতে পারে।
- **সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষা:** মক্তব মুসলমানদের একটি ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাব্যবস্থা, যা বর্তমান প্রজন্মের কাছে এই ঐতিহ্যকে পৌঁছে দিতে সাহায্য করে।
- **ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য প্রস্তুতি:** মক্তব শিশুদের আগামী দিনের সৎ ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ

কোরআনে কারিম আল্লাহতায়ালার কিতাব। এটা মানবতার জন্য দিকনির্দেশনা ও আলোকবর্তিকা। কিয়ামত পর্যন্ত মানবজাতি যত সমস্যার সম্মুখীন হবে, তাদের যা যা প্রয়োজন হবে সব বিষয়ের বর্ণনা রয়েছে কোরআনে কারিমে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহতায়ালা বলেন, ‘এবং আমি আপনার প্রতি এমন কিতাব নাজিল করেছি, যা প্রত্যেক বস্তুর সুস্পষ্ট বর্ণনা। হেদায়েত, রহমত এবং মুসলমানদের জন্য সুসংবাদ।’ সুরা নাহল : ৮৯

- কোরআনে কারিমের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য হলো, যে ব্যক্তি এটি বোঝার ও অনুধাবন করার চেষ্টা করে, সে তাকে দারুণভাবে প্রভাবিত করে, হৃদয়ে নাড়া দেয়। অন্তরকে মার্জিত ও পরিশীলিত করে। আত্মাকে করে সংশোধিত। মানুষকে নেক আমলের প্রতি উৎসাহী করে তোলে। তার প্রভাব শুধু মানবকুল পর্যন্তই সীমিত নয়; বরং একে যদি

খুব মজবুত ও শক্ত পাহাড়ে অবতীর্ণ করানো হতো তাহলে অবশ্যই সেটি কেঁপে উঠত। এ প্রসঙ্গে আল্লাহতায়ালা বলেন, 'যদি আমি এ কোরআন পাহাড়ের ওপর অবতীর্ণ করতাম, তবে আপনি দেখতে পেতেন যে, পাহাড় বিনীত হয়ে আল্লাহতায়ালার ভয়ে বিদীর্ণ হয়ে গেছে, আমি এসব দৃষ্টান্ত মানুষের জন্য বর্ণনা করি, যাতে তারা চিন্তাভাবনা করে।' সুরা হাশর : ২১

- কোরআন মজিদ আল্লাহতায়ালার একটি বিশাল নেয়ামত ও বিশেষ অনুগ্রহ। শেষ নবীর উম্মত হিসেবে এটা আমরা পেয়েছি। তাই আনন্দিত হওয়ার পাশাপাশি আল্লাহতায়ালার প্রতি কৃতজ্ঞতা করে কোরআনের হকগুলো যথাযথভাবে আদায়ে সচেষ্ট হতে হবে। ইসলামি বিদ্বানদের মতে, কোরআনে কারিমের হকগুলোর অন্যতম হচ্ছেবিশুদ্ধভাবে কোরআন শেখা, কোরআন বুঝে পড়া, কোরআনের বাণী বাস্তবায়নে চেষ্টা করা এবং কোরআনের শিক্ষার প্রচার-প্রসার। আমাদের দেশে বিশুদ্ধভাবে কোরআন শেখানো ও মুখস্থ করার জন্য অনেক মাদ্রাসা রয়েছে। সেখানে অনেকেই পড়াশোনা করছে, কোরআন মজিদ মুখস্থ করে হাফেজ হচ্ছে। কিন্তু এর বাইরে প্রচুর শিক্ষার্থী ও মানুষ কোরআন শেখার সুযোগ পাচ্ছে না। তাদের পবিত্র কোরআন শেখানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

- বেশ কিছুদিন আগেও প্রায় এলাকাতেই মসজিদভিত্তিক কোরআন শিক্ষার প্রভাতী মক্তব চলত। শিশুদের কোরআন শিক্ষা এবং ইসলাম সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞানার্জনের শিক্ষাকেন্দ্র ছিল সকালের এসব মক্তব। সেখানে স্কুলের শিক্ষার্থীরা শুদ্ধভাবে কোরআন তেলাওয়াত, প্রয়োজনীয় মাসয়ালা, দোয়া-দরুদ ও নামাজ-রোজার নিয়ম-কানুন শিখত। গ্রামবাংলার ঐতিহ্য মক্তব শিক্ষা কালের বিবর্তনে হারিয়ে গেছে। এখন আর আগের মতো শিশুদের দলবেঁধে কোরআন শিক্ষার জন্য মসজিদের মক্তবে যেতে দেখা যায় না। আলিফ, বা, তাএর শব্দে মুখরিত হয় না গ্রামবাংলার জনপদ। কিছুদিন আগেও সকালে গ্রামে রাস্তা দিয়ে হাঁটলে মা-বোনদের কণ্ঠে গুন গুন করে কোরআন তেলাওয়াতের আওয়াজ পাওয়া যেত। এখন এসব ইতিহাস হয়ে যাচ্ছে। নানা কারণে মক্তবগুলো বন্ধ কিংবা বন্ধের পথে। এর প্রভাব পড়ছে নতুন প্রজন্মের মধ্যে। এ কারণে এলাকার শিশু-কিশোররা কোরআন শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। আবার কোথাও কোথাও নামমাত্র মক্তব চালু আছে। কিন্তু সেগুলোতেও আগের মতো জৌলুশ নেই। শিশুদের উপস্থিতি নেই বললেই চলে। ফলে আমাদের এখনকার ছেলেমেয়েরা শিক্ষিত হলেও শুদ্ধভাবে কোরআন শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে না। কোনো কোনো অভিভাবক

হয়তো বাসায় প্রাইভেট টিউটর রেখে কোরআন শেখাচ্ছেন, তাতে কেউ কেউ কোরআন এক খতম করে দায়িত্ব শেষ মনে করছে। কিন্তু প্রতিযোগিতাপূর্ণ অনুশীলন ও চর্চা না থাকার কারণে পরবর্তী জীবনে কোরআন পাঠ ভুলে যাচ্ছে।

- যে ঘরে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত হয়, সে ঘরে আল্লাহতায়ালার রহমত ও বরকত অবতীর্ণ হয় বলে হাদিসে উল্লেখ রয়েছে। হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, হজরত রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'যখন লোকেরা কোনো ঘরে একত্র হয়ে আল্লাহর কিতাব কোরআন পাঠ করে, তখন তাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হয়। আল্লাহতায়ালার রহমত ও অনুগ্রহ তাদের আচ্ছন্ন করে ফেলে। ফেরেশতারা তাদের বেষ্টন করে নেয় এবং স্বয়ং আল্লাহতায়ালা ফেরেশতাদের মজলিসে তাদের আলোচনা করতে থাকেন।'সহিহ মুসলিম: ২০৭৪

আমরা মনে করি, দেশের সুশীল সমাজ, শিক্ষাবিদ, মসজিদের ইমাম-খতিবসহ অভিভাবকদের সম্মিলিত উদ্যোগে বন্ধ হওয়ার আগেই মসজিদে মসজিদে মক্তব শিক্ষা গুরুত্ব দিয়ে চালুর জন্য সবার অগ্রণী ভূমিকা পালন করা দরকার।

আমার ব্যক্তিগত মতামত:
বর্তমানে আমাদের প্রত্যেকের ঘরে এমন জায়গা থাকা দরকার যেখানে আমাদের প্রজন্ম বেড়ে উঠবে এক আধ্যাত্মিক পরিবেশের আবরনে, আমাদের ঘরগুলো হয়ে উঠবে দ্বীনের এক একটি দূর্গ যার শেকড় হবে আল্লাহর একত্ববাদ।আবার ফিরে আসবে তারিক বিন জিয়াদ রহ,খালিদ বিন ওয়ালিদ (বা:),ও আবু উবাইদা (রা:)।